নামাযের দুআ ও যিক্‌র

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي
188
هاتف: ٠١٦ ٤٢٣٤٤٦٦ - فاكس: ٠١٦ ٤٢٣٤٤٧٧

নামাযের দুআ ও যিকির

أدعية الصلاة وأذكارها – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي
Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

أدعية الصلاة وأذكارها

أعده وترجمه إلى اللغة البنغالية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الرابعة: ١٤٤٢/١١ هـ

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢٩هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

شعبة توعية الجاليات بالزلفي

أدعية الصلاة وأذكارها / شعبة توعية الجاليات بالزلفي

٢٦ ص؛ ١٢ × ١٧ سم

ردمك: ٠-٦-٨٠١٣-٩٩٦٠-٩٧٨

(النص باللغة البنغالية)

١-الصلاة ٢-الأدعية والأوراد أ. العنوان

ديوي ٢،٢٥٢ ١٤٢٩/٤٢٨٦

رقم الإيداع: ١٤٢٩/٤٢٨٦

ردمك: ٠-٦- ٨٠١٣-٩٩٦٠ -٩٧٨

ভূমিকা

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

এটা ক্ষুদ্র একটি পুস্তিকা যাতে ওযূ, আযান এবং নামাযের এমন কিছু দুআ একত্রিত করা হয়েছে, যেগুলো নবী করীম ﷺ থেকে প্রমাণিত ও সুসাব্যস্ত. সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের উচিত এই ইবাদত- গুলোতে দুআগুলো পড়ার প্রতি যত্নবান হওয়া. কেননা, এতে দুআয় কোন বাড়াবাড়ি হয় না এবং তা কবুল হওয়ার নিকটতর. অনুরূপ দুআগুলো যেমন বিভিন্ন শব্দে উল্লেখ হয়েছে, তেমনিভাবে বদল ক'রে ক'রে বিভিন্ন শব্দে তা পড়া উচিত. কেননা, এতে সুন্নতের সংরক্ষণ হয়. বিরক্তিভাব দূর হয় এবং নামাযে নম্রভাব সৃষ্টি হয়. আর এটা ক্ষুদ্র একটি পুস্তিকা বিধায় এতে সমস্ত দুআগুলো একত্রিত করা হয় নি. যে বেশী জানতে ইচ্ছুক সে যেন মূল গ্রন্থসমূহের দিকে প্রত্যাবর্তন করে.

হে আল্লাহ! তুমি অতি স্বল্প এই কাজকে মানুষের জন্য ফলপ্রসূ বানিয়ে দিও, সামান্য এই মেহনতকে কবুল করে নিও এবং ভুল-ত্রুটি মাফ করে দিও.

১৭/৭/১৪২৯ হি

أدعية الصلاة وأذكارها
নামাযের দুআ ও যিকিরসমূহ

অযূর পূর্বে দুআ 'বিসমিল্লা-হ' বলা. (আবূ দাউদ ১০১)
অযূর পরের দুআ

((أَشْـهَدُ أَن لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَحْـدَهُ لاَ شَرِيْـكَ لَـهُ، وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّـداً عَبْـدُهُ وَرَسُوْلُهُ)) رواه مسلم ٥٥٤

(আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু অ রাসূলুহু) অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই. তিনি এক ও একক তাঁর কোন শরীক নেই. আর আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল.

আযান শুনার সময় দুআ

আযান শুনার সময় মুআয্যিন যা বলে তা-ই বলবে. অতঃপর নবী করীম ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করবে. (মুসলিম ৮৪৯)
*মুআয্যিন যখন বলবে, 'হায়্যা আলাস্সালা অ হায়্যা আলাল ফালা-হ' তখন (অন্যরা) বলবে, 'লা-হাউলা- অলা- কুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হ'. অতঃপর বলবে,

((اللَّهُـمَّ رَبَّ هَـذِهِ الـدَّعْوَةِ التَّامَّـةِ وَالصَّـلَاةِ الْقَائِمَـةِ آتِ مُحَمَّـدًا الْوَسِـيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ)) رواه البخاري: ٦١٤

(আল্লা-হুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্দা'ওয়াতিত্ তা-ম্মাতি অস্সালাতিল ক্বায়ি তি আ-তি মুহাম্মা- দানিল অসীলাতা অল ফাযীলাতা অবআসহু মাক্বা-মাম মাহমুদানিল্লাযী অআ'ত্তাহু)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! এই পূর্ণ আহবান এবং প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু, মুহাম্মাদ ﷺকে সম্মান ও উচ্চতম মর্যাদা দান করো. তাঁকে মাক্বামি মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) পৌঁছিয়ে দাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছো." (বুখারী৬ ১৪) যে ব্যক্তি এই দুআটি পড়বে, তার জন্য নবীর সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে.

* الدعوة التامة হলো আযান. والوسيلة হলো, জান্নাতের সেই মহান স্থান, যা কেবল আল্লাহর একজন বান্দার জন্যই উপযুক্ত. নবী করীম ﷺ বললেন, আশা করি আমিই হবো সেই বান্দা.

মসজিদে প্রবেশকালে দুআ

((اللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ)) رواه مسلم: ١٦٥٢

(আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা) অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও. (মুসলিম ১৬৫২)

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দুআ

((اَللَّهُمَّ إِنِّيٓ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ)) رواه مسلم: ١٦٥٢

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাযলিকা) অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার অনুগ্রহ চাইছি. (মুসলিম ১৬৫২)

মসজিদের দিকে যাওয়ার সময় দুআ

((اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا)) متفق عليه: ٦٣١٦-٧٦٣

(আল্লা-হুম্মাজআল ফী ক্বালবী নূরা অ ফী লিসানী নূরা অজআল ফী সাময়ী নূরা অজআল ফী বাসারী নূরা অজআল ফী খালফী নূরা অ মিন আমামী নূরা অজআল মিন ফাওক্বী নূরা অ মিন তাহ্তী নূরা আল্লা-হুম্মা আত্বিনী নূরা) অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার অন্তরে এবং জবানে জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও. আমার শ্রবণ শক্তিতে এবং দর্শন শক্তিতে জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও. আমার পিছনে এবং আমার সামনে জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও. আমার উপরে এবং নীচে জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও. হে আল্লাহ! আমাকে জ্যোতি দাও. (বুখারী ৬৩১৬-মুসলিম ৭৬৩) আর 'নূর' তথা জ্যোতি বলতে সত্যের জ্যোতি ও তার বর্ণনা.

নামাযের শুরুতে যা বলতে হয়

১.

((اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ)) متفق عليه ٧٤٤-١٣٥٤

(আল্লা-হুম্মা বা-য়েদ বাইনী অ বাইনা খাত্বা-ইয়া-ইয়া কামা- বা-আদতা বাইনাল মাশরিকি অল মাগরিবি আল্লা-হুম্মা নাক্কিনী মিনাল খাত্বা-ইয়া- কামা-ইউনাক্কাস্ সাওবুল আবইয়াযু মিনা-দ্দানাসি, আল্লা-হুম্মাগসিল খাত্বা-ইয়া-ইয়া বিল মা-য়ি অষ্ষালজি অল বারাদি) অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার ও আমার পাপসমূহের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করো যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছো পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে. হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহকে ঐরূপ নির্মল ও পরিষ্কার করে দাও, যেরূপ পরিষ্কার করা হয় সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে. হে আল্লাহ! আমার গুনাহগুলো ধুয়ে দাও পানি, বরফ এবং শিলাবৃষ্টি দিয়ে.

২.

((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ)) رواه أبوداود والترمذي ٧٧٥، ٢٤٢ وصححه الألباني

(সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অ বিহামদিকা অ তাবা-রাকাস মুকা অ তা'য়ালা জাদ্দুকা অ লা-ইলাহা গায়রুকা) অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি. তোমার নাম কত বরকতময়, তোমার মহিমা কত উচ্চ এবং তুমি ছাড়া কোন সত্যিকার উপাস্য নেই. (আবূ দাউদ, তিরমিযী৭৭৫-২৪২, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন.)

৩.

((الحَمْدُ لله حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ)) رواه مسلم: ١٣٥٧

(আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাষীরান ত্বায়্যিবান মুবারাকান ফীহ) অর্থঃ আল্লাহরই সমস্ত বরকত পূর্ণ প্রশংসা. (মুসলিম ১৩৫৭)

৪.

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لله كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وَأَصِيلًا))

رواه مسلم: ١٣٥٨

(আল্লাহু আকবার কাবীরা অলহামদু লিল্লাহি কাষীরা অ সুবহা-নাল্লাহি বুকরাতাঁউ অ আসীলা) অর্থঃ আল্লাহ অতীব মহান. তাঁর অনেক অনেক প্রশংসা. আমি সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করি. (মুসলিম ১৩৫৮)

৫.

((اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)) رواه مسلم: ١٨١١

(আল্লা-হুম্মা রাব্বা জিবরাঈল অ মীকাঈল অ ইসরাফীল ফা-ত্বিরা স্সামা-ওয়া-তি অল আর্যি আ-লিমাল গাইবি অশ্শাহা-দাতি আন্তা তাহকুমু বাইনা ইবাদিকা ফীমা-কা-নু ফীহি ইয়াখতালিফূন ইহ্দিনী লিমা-খতুলিফা ফীহি মিনাল হাক্কি বিইযনিকা ইন্নাকা তাহ্দী মান তাশা-উ ইলা-সিরাতিম মুস্তাক্বীম) অর্থঃ হে জিবরীল, মীকায়ীল এবং ইসরাফীলের প্রতিপালক! আসমান ও জমিনের স্রষ্টা! উপস্থিত ও অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা! তুমিই তোমার বান্দাদের মাঝে সেই বিষয়ের মীমাংসা করো, যে বিষয়ে তারা বিবাদ করে. তুমি তোমার অনুমতিক্রমে আমাকে সেই সত্যের পথ প্রদর্শন করো যে ব্যাপারে বিরোধিতা করা হয়েছে. তুমিই যাকে চাও তাকে সরল ও সঠিক পথ দেখাও. (মুসলিম ১৮ ১১)

৬.

((وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ، رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ، وَسَعْدَيْكَ،

وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ)) رواه مسلم: ١٨١٢

(অজ্জাহ্তু অজহিয়া লিল্লাযী ফাত্বরাস্সামা-ওয়াতি অল আর্যা হানীফাঁউ অমা-আনা-মিনাল মুশরিকীন ইন্না স্বালাতী অ নুসুকী অ মাহ্ইয়া-য়া অ মামা-তী লিল্লা-হি রাব্বিল আ-লামীন লা-শারীকালাহু অ বিযালিকা উমিরতু অ আনা-মিনাল মুসলিমীন আল্লা-হুম্মা আন্তাল মালিকু লা-ইলাহা ইল্লা-আন্তা রাব্বী অ আনা-আ'বদুকা যালামতু নাফসী অ'তারাফতু বিযাম্বী ফাগফিরলী যুনূবী জামিআ' ইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা-আন্তা অহ্দিনী লিআহ্সানিল আখলাক্ব লা-ইয়াহ্দি লিআহ্সানিহা ইল্লা-আন্তা অসরিফ আন্নী সায়্যিআহা লা-ইয়াসরিফু সায়্যিআহা ইল্লা-আন্তা লাব্বাইকা অসা'দাইক অলখাইরু কুল্লুহু ফী ইয়াদাইক্ অশ্শাররু লাইসা ইলাইক্ আনা-বিকা অ ইলাইকা তাবা-রাকতা অ তাআ'লাইত্ আস্তাগফিরুকা অ আতূবু ইলাইক) অর্থঃ আমি একমুখী হয়ে স্বীয় মুখ ঐ সত্তার দিকে করেছি, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিক নই. অবশ্যই আমার নামায, আমার কোরবানী এবং জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে. তাঁর কোন শরীক নেই. হে আল্লাহ! তুমিই বাদশাহ. তুমি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই. তুমি আমার প্রভু আর আমি তোমার বান্দা. আমি আমার নিজের উপর অত্যাচার করেছি

এবং আমি আমার পাপকে স্বীকার করছি. সুতরাং তুমি আমার যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দাও. অবশ্যই তুমি ছাড়া কেই গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না. তুমি আমাকে উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করো, তুমি ছাড়া আর কেউ উত্তম চরিত্রের দিকে পরিচালিত করতে পারে না. আর চারিত্রিক দোষগুলো আমার থেকে দূর করে দাও, তুমি ভিন্ন অন্য কেউ তা দূর করতে পারে না. হে আল্লাহ! আমি তোমার নির্দেশ মানার জন্য সদা প্রস্তুত. সামগ্রিক কল্যাণ তোমারই হস্তদ্বয়ে. অকল্যাণ তোমার দিকে সম্পৃক্ত নয়. আমি তোমারই এবং তোমারই দিকে আমার সকল প্রবণতা. তুমি বরকতময় এবং সুমহান. আমি তোমারই ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি. (মুসলিম ১৮ ১২)

রুকু'তে যা পড়তে হয়

১.

((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ)) رواه مسلم ١٨١٤

(সুবহানা রাব্বীয়াল আ'যীম) অর্থঃ আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি. (মুসলিম ১৮ ১৪)

* দুআটি কম-সে-কম একবার বলা ওয়াজিব. তবে একাধিকবার বলাই উত্তম.

২.

((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي)) متفق عليه: ٤٩٦٨-١٠٨٥

(সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা রাব্বানা- অ বিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগফিরলী) অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক. আমি তোমার প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা করছি. তুমি আমাকে ক্ষমা করো. (বুখারী ৪৯৬৮-মুসলিম ১০৮৫)

((سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ المَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحُ)) رواه مسلم: ١٠٩١

(সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালা-য়িকাতি অররূহ) অর্থঃ সকল ফেরেশতা এবং জিবরীল ﷺ-এর প্রতিপালক স্বীয় সত্তায় পূত-পবিত্র এবং স্বীয় গুণাবলীতেও পূত-পবিত্র. (মুসলিম ১০৯১)

((سُبْحَانَ ذِي الجَبَرُوْتِ وَالمَلَكُوْتِ وَالكِبْرِيَاءِ وَالعَظَمَةِ)) رواه أبو داود والنسائي: ٨٧٣-١١٣٣ وصححه الألباني

(সুবহা-না যিল জাবারূত অল মালা-কূত অল কিবরিয়া-য়ি অল আযামাতি) অর্থঃ পাক-পবিত্র সেই মহান আল্লাহ, যিনি বিপুল শক্তির অধিকারী, বিশাল সাম্রাজ্য এবং বিরাট গৌরব ও মাহাত্ম্যের অধিকারী. (আবূ দাউদ, নাসায়ী. আল্লামা আলবানী রহঃ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন.)

((اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ، وَمُخِّي وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ)) رواه مسلم ١٨١٢

(আল্লা-হুম্মা লাকা রাক'াতু অ বিকা আ-মান্তু অ লাকা আসলামতু খাশাআ' লাকা সামঈ অ বাসারী অ মুখ্খী অ আ'সাবী) অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রুকু' করেছি. তোমারই উপর ঈমান এনেছি. একমাত্র তোমার কাছে আত্ম সমর্পন করেছি. আমার কান, আমার চোখ, আমার মস্তিস্ক এবং আমার হাড় ও আমার শিরা উপশিরা তোমার ভয়ে শ্রদ্ধায় বিনয়াবনত. (মুসলিম ১৮ ১২)

রুকু' হতে উঠে যা পড়তে হয়

((رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)) رواه البخاري: ٧٢٢

أو

((رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ)) رواه البخاري ومسلم: ٧٨٩-٩٠٤

أو

((اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)) رواه البخاري ومسلم: ٧٩٦-٩٠٤

أو

((اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ)) رواه البخاري: ٧٩٥

(রাব্বানা লাকাল হামদু) (বুখারী ৭২২) অথবা বলবে, (রাব্বানা অ লাকাল হামদু) (বুখারী ৭৮৯, মুসলিম ৯০৪) কিংবা বলবে, (আল্লা-হুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদু) (বুখারী ৭৯৬-মুসলিম ৯০৪) অথবা বলবে, (আল্লা-হুম্মা রাব্বানা অ লাকাল হামদু) (বুখারী ৭৯৫) অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ! তোমার সমস্ত প্রশংসা.

সাবধান! কোন কোন মুসাল্লীর 'রাব্বানা-অলাকাল হামদু'এর সাথে وَالشُّكْرُ 'অশ্শুকরু' শব্দ লাগিয়ে দেওয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়.

২.

((اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ))رواه مسلم ١٨١٢

(রাব্বানা লাকাল হামদু, মিলআস্সামা-ওয়াতি অ মিলআল আরযি অ মিলআ মা বায়নাহুমা অ মিলআ মা শি'তা মিন শায়্যিন বা'দু)

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু! তোমার জন্য ঐ পরিমাণ প্রশংসা যা আকাশ ভর্তি করে দেয়, যা পৃথিবী পূর্ণ করে দেয় এবং যা এই দু'য়ের মধ্যবর্তী মহাশূন্যকে পূর্ণ করে দেয়. আর এগুলো ছাড়া তুমি অন্য যা কিছু চাও তা পূর্ণ করে দেয়. (মুসলিম ১৮ ১২)

((اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ

عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ)) رواه مسلم: ١٠٧١

(রাব্বানা লাকাল হামদু, মিলআস্সামা-ওয়াতি অ মিলআল আরযি অ মিলআ মা বায়নাহুমা অ মিলআ মা শি'তা মিন শায়্যিন বা'দু, আহলুস্সা না-য়ি অল মাজদি আহাক্কু মা- ক্বালাল আ'বদু অ কুল্লুনা- লাকা আবদুন, আল্লা-হুম্মা লা মা-নিআ লিমা আ'ত্বাইতা অলা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা অলা য়্যানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু) অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! তোমার জন্য ঐ পরিমাণ প্রশংসা যা আকাশ ভর্তি করে দেয়, যা পৃথিবী পূর্ণ করে দেয় এবং যা এই দু'য়ের মধ্যবর্তী মহাশূন্যকে পূর্ণ করে দেয়. আর এগুলো ছাড়া তুমি অন্য যা কিছু চাও তা পূর্ণ করে দেয়. তুমি প্রশংসা ও গৌরবের অধিকারী. বান্দা যা বললো তার চেয়েও তুমি আরো বেশী অধিকারী. আমরা সকলেই তোমার বান্দা. হে আল্লাহ! তুমি যা দান করো, তা রোধকারী এবং তুমি যা রোধ করো, তা দানকারী কেউ নেই, আর ধনবানের ধন তোমার আযাব হতে বাঁচাতে কোন উপকারে আসবে না. (১০৭১)

((رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ)) رواه البخاري ٧٩٩

(রাব্বানা অ লাকাল হামদু হামদান কাষীরান তায়্যিবাম মুবারাকান ফীহ) অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার অনেক অনেক প্রশংসা যা পবিত্র ও বরকতপূর্ণ. (বুখারী ৭৯৯)

সাজদায় কি পড়বে

((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى)) رواه مسلم ١٨١٤

(সুবহানা রাব্বীয়াল আ'লা) অর্থঃ আমি আমার মহান ও সুউচ্চ প্রতিপা- লকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি. (মুসলিম ১৮১৪)
* দুআটি একবার বলা ওয়াজিব. তবে উত্তম হলো একাধিকবার বলা.

((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ)) متفق عليه: ٤٩٦٨-١٠٨٥

(সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা রাব্বানা অ বিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগফিরলী) অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসা সহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি. তুমি আমাকে ক্ষমা করো. (বুখারী৪৯৬৮-মুসলিম ১০৮৫)

((سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحُ)) رواه مسلم: ١٠٩١

(সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালা-য়িকাতি অররূহ) অর্থঃ সকল ফেরেশতা এবং জিবরীল ﷺ-এর প্রতিপালক স্বীয় সত্তায় পূত-পবিত্র এবং স্বীয় গুণাবলীতেও পূত-পবিত্র. (মুসলিম ১০৯১)

((سُبْحَانَ ذِي الجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالكِبْرِيَاءِ وَالعَظَمَةِ)) رواه أبو داود والنسائي: ٨٧٣-١١٣٣ وصححه الألباني

(সুবহা-না যিল জাবারূত অল মালা-কূত অল কিবরিয়া-য়ি অল আযামাতি) অর্থঃ পাক-পবিত্র সেই মহান আল্লাহ, যিনি বিপুল শক্তির অধিকারী, বিশাল সাম্রাজ্য এবং বিরাট গৌরব ও মাহাত্ম্যের অধিকারী. (আবূ দাউদ, নাসায়ী. আল্লামা আল- বানী রহঃ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন.)

((اللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ)) رواه مسلم ١٠٨٤

(আল্লা-হুম্মাগফিরলী যাম্বী কুল্লাহু দিক্কাহু অ জিল্লাহু, অ আওয়ালাহু অ আখিরাহু অ আ'লা নিয়াতাহু অ সিররাহু) অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দাও. ছোট গুনাহ ও বড়. আগের গুনাহ ও পরের গুনাহ. প্রকাশ্য এবং গোপন গুনাহ. (মুসলিম ১০৮৪)

((اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)) رواه مسلم ١٨١٢

(আল্লা-হুম্মা লাকা সাজাদতু অ লাকা আসলামতু অবিকা আ-মান্তু সাজাদা অজহী লিল্লাযী খালাক্বাহু অ সাওয়ারাহু অ শাক্কা সামআহু অ বাসারাহু তাবা-রাকাল্লাহু আহসানুল খালিক্বীন) অর্থঃ

হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য সাজদা করেছি. তোমার জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছি এবং তোমারই উপর ঈমান এনেছি. আমার মুখমন্ডল সাজদায় অবনত সেই মহান সত্তার জন্য যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুসমন্বিত আকৃতি দিয়েছেন. তার কর্ণ ও চক্ষু উদ্ভিন্ন করেছেন. বরকতময় আল্লাহ অতি উত্তম স্রষ্টা. (মুসলিম ১৮ ১২)

((اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ـ ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)) رواه مسلم: ١٠٩٠

(আল্লা-হুম্মা আউযু বিরিযাকা মিন সাখাত্বিকা অ বিমুআ-ফা-তিকা মিন উক্বুবাতিকা অ আউযু বিকা মিনকা লা- উহ্সী সানা-আন আলাইকা আন্তা কামা-আসনাইতা আ'লা নাফ্সিকা) অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় কামনা করছি. আর তোমার ক্ষমার মাধ্যমে তোমার শাস্তি থেকে আশ্রয় চাইছি. আর তোমার গযব থেকেও তোমার কাছে পানাহ চাইছি. তোমার প্রশংসা গুণে শেষ করা যায় না. তুমি সেই প্রশংসার যোগ্য যে প্রশংসা তুমি তোমার সত্তার জন্য করেছো. (মুসলিম ১০৯০)

* অনুরূপ সাজদায় খুব বেশী বেশী দুআ করা সুন্নত. কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ)) رواه مسلم:١٠٨٣

অর্থাৎ, "বান্দা যখন সাজদায় থাকে, তখন সে তার প্রতিপালকের অতি নিকটে হয়ে যায়. অতএব, (সাজদায়) খুব বেশী বেশী দুআ করো." (মুসলিম ১০৮৩)

উভয় সাজদার মাঝে যা পড়তে হয়

((رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْلِيْ)) رواه أبوداود: ٨٧٤ وصححه الألباني

(রব্বিগ ফিরলী রব্বিগ ফিরলী) অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করে দাও. (আবূ দাউদ ৮৭৪, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন.

((اللَّهُمَّ! اغْفِرْلِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وعَافِنِيْ، واهْدِنِيْ، وَارْزُقْنِيْ)) رواه أبوداود وصححه الألباني

(আল্লা- হুম্মাগফিরলী অরহামনী অ আ'ফিনী অহ্দিনী অরযুক্বনী) অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো. আমার উপর রহম করো. আমাকে সুস্থতা দান করো. আমাকে হেদায়াত এবং রুজি দাও." (আবূ দাউদ, আল্লামা আলবানী হাদীস- টিকে সহীহ বলেছেন.)

তাশাহহুদে যা পড়তে হয়

((التَّحِيَّاتُ لله، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)) رواه البخاري ٨٣١

(আত্ তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি অস্সালা-ওয়াতু অত্ত্বাইয়ি-বা-তু আস্ সালা-মু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিইয়্যু অরাহমাতুল্লাহি অবারাকা- তুহু, আস্সালা-মু আলাইনা অ আলা ইবা-দিল্লা-হিস-সা-লিহীন. আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু অরাসুলুহু)

অর্থাৎ, যাবতীয় মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর নিমিত্তে. হে নবী! আপনার উপর সকল প্রকার শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং তাঁর বরকত বর্ষিত হোক. আমাদের উপর ও আল্লাহর সকল সৎ বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক. আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল. (বুখারী ৮৩১) অতঃপর দরূদ পাঠ করবে.

((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ))

আল্লা-হুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ অ আ'লা আলি মুহাম্মাদ, কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা অ আ'লা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ. আল্লা-হুম্মা বা-রিক আ'লা মুহাম্মাদিঁউ অআ'লা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাকতা আ'লা ইবরাহীমা অ আ'লা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ) অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর বংশধরের প্রতি রহমত নাযিল করো. যেমন তুমি রহমত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম ﷺ ও তাঁর বংশধরের উপরে. নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও প্রতাপান্বিত. হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর বংশধ- রের উপর বরকত নাযিল করো, যেমন তুমি বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম ﷺ ও তাঁর বংশধরের উপর. নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও প্রতাপান্বিত. (বুখারী ৩৩৭০)

*জ্ঞাতব্য যে, উল্লিখিত তাশাহহুদ ছাড়াও সামান্য একটু শাব্দিক পার্থক্য সহ তাশাহহুদের অন্য শব্দও এসেছে.

তাশাহহুদের পর এবং সালাম ফিরার পূর্বে পঠনীয় দুআ

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ)) رواه البخاري ومسلم ١٣٧٧-١٣٢٨

(আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আযা-বিল ক্বাব্‌রি অ মিন আযা-বিন্নার অ মিন ফিতনাতিল মাহ্‌ইয়া অল মামা-তি অ মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ্দাজ্জা-ল) অর্থঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি

তোমার নিকট কবর ও জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি. (বুখারী ১৩ ৭৭-মুসলিম ১৩২৮)

((اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)) رواه البخاري: ٨٣٤

(আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফ্সী যুলমান কাষীরান অলা-ইয়াগফিরু যুনূবা ইল্লা-আন্তা ফাগফির লী মাগফিরাতাম মিন ইন্দিকা অরহামনী ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর্ রাহীম) অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি, আর তুমি ছাড়া কেউ পাপসমূহ ক্ষমা করতে পারে না. অতএব, তুমি আমাকে নিজ গুণে ক্ষমা করে দাও এবং আমার উপর রহম করো. অবশ্যই তুমি ক্ষমাশীল, দয়াবান. (বুখারী ৮৩৪)

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ))

رواه مسلم: ١٨١٢

(আল্লা-হুম্মাগফিরলী মা-ক্বাদ্দামতু অমা- আখ্যারতু অমা-আ'লানতু অমা- আসরারতু অমা- আন্তা আ'লামু বিহি মিন্নী আন্তাল মুক্বাদ্দিমু অ আন্তাল মুআখ্যিরু লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা) অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি যে গুনাহগুলো অতীতে করেছি এবং

যেগুলো পরে করেছি সেগুলো সবই তুমি মাফ করে দাও. সেই গুনাহগুলোও মাফ করে দাও, যা আমি গোপনে করেছি এবং যা আমি প্রকাশ্যে করেছি. আমার সীমালঙ্ঘনজনিত পাপসমূহ এবং সেই সব গুনাহও ক্ষমা করে দাও, যেগুলোর ব্যাপারে তুমি আমার অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত. তুমিই (যাকে চাও আনুগত্যের দিকে) আগে বাড়াও এবং তুমিই (যাকে চাও আনুগত্য থেকে)পিছনে করে দাও. তুমি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই. (মুসলিম ১৮ ১২)

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ)) متفق عليه ٦٣٦٧-٦٨٧

(আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল আ'জ্যি অল কাসালি অল জুব্নি অল বুখলি অল হারামি অ আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাহ্ইয়া অল মামা-তি) অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি অপারগতা, অলসতা, কাপুরুষতা এবং কার্পণ্যতা ও (মন্দ) বার্ধক্য হতে. আর তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি কবরের আযাব এবং জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে. (বুখারী ৬৩৬৭-মুসলিম ৬৮৭৩)

সালাম ফিরার পূর্বে বেশী বেশী করে দুআ করা

عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود ﷺ قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ-إلى أن قال: ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو)) رواه البخاري: ٨٣٥

অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺথেকে বর্ণিত. তিনি বলেন, আমরা যখন নবী করীম ﷺ-এর পিছনে নামায পড়তাম------শেষে বললেন, অতঃপর (তাশাহহুদ ও দরূদের পর) প্রত্যেকে নিজের পছন্দমত দুআ বেছে নিয়ে দুআ করবে." (বুখারী ৮৩৫)

নামাযের পর যিকির

((أَسْتَغْفَرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ)) رواه مسلم: ١٣٣٤

(আস্তাগ ফিরুল্লাহ আস্তাগ ফিরুল্লাহ আস্তাগ ফিরু ল্লাহ, আল্লাহুম্মা আন্তা স্সালা-মু অ মিনকাস সালা-মু তাবা-রাকতা ইয়া যাল জালা-লি অল ইকরা-ম) অর্থঃ আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই. হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময়, তোমার পক্ষ হতেই শান্তি আসে, তুমি বরকতময় হে মহিমাময় ও মহানুভব. (মুসলিম ১৩৩৪)

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ)) متفق عليه: ٨٤٤-١٣٣٨

(লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর, আল্লা-হুম্মা লা মা-নিআ লিমা আ'ত্বাইতা অলা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা অলা

য়্যানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু) অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্যিকার উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই সারা রাজত্ব, তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান. হে আল্লাহ! তুমি যা দান করো, তা রোধকারী এবং তুমি যা রোধ করো, তা দানকারী কেউ নেই, আর ধনবানের ধন তোমার আযাব হতে বাঁচাতে কোন উপকারে আসবে না. (বুখারী ৮৪৪-মুসলিম ১৩৩৮)

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَـهُ النِّعْمَـةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَـهُ الثَّنَـاءُ الحَسَـنُ، لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَـهُ الـدِّينَ وَلَـوْ كَـرِهَ الْكَافِرُونَ)) رواه مسلم: ١٣٤٣

(লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর, লা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অলা না'বুদু ইল্লা ইয়্যা-হু লাহুন নি'মাতু অলাহুল ফাযলু অলাহুস সানা-উল হাসান, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুখলিসীনা লাহুদ্দীন অলাউ কারিহাল কা-ফিরুন) অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্যিকার উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই সারা রাজত্ব, তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান. আল্লাহর

প্রেরণা ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার সাধ্য কারো নেই. আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই. আমরা তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদত করি না. যাবতীয় সম্পদ, অনুগ্রহ ও উত্তম প্রশংসা সব তাঁরই. আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই. আমরা বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁরই ইবাদত করি, যদিও কাফেরদের নিকট তা অপছ- ন্দনীয়. (মুসলিম ১৩৪৩)

এর (উল্লিখিত দুআগুলো পড়ার) পর ৩৩বার 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩বার 'আলহামদু লিল্লাহ' ৩৩ বার 'আল্লাহু আকবার' পড়বে. অতঃপর একশত পূর্ণ করার জন্য পড়বে,

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) رواه مسلم: ١٣٥٢

'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর'. (মুসলিম ১৩৫২) অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্যিকার উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই সারা রাজত্ব, তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান.

জানাযার নামাযে মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ

الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ)) رواه مسلم: ٢٢٣٢

(আল্লা-হুম্মাগফির লাহু অরহামহু অ আ-ফিহি অ'ফু আনহু অ আকরিম নুযুলাহু অ অসসি' মুদখালাহু অগসিলহু বিলমা-ই অস্সালজি অলবারাদি অনাক্কিহি মিনাল খাত্বা-ইয়া-কামা-নাক্কায়তাস্ সাউবাল আবইয়াযু মিনাদ্দানাসি অ আবদিলহু দা-রান খায়রাম মিন দা-রিহি অ আহলান খায়রাম মিন আহ্লিহি অ যাওজান খায়রাম মিন যাওজিহি অ আদখিলহুল জান্নাতা অ আ'য়িযহু মিন আযাবিল ক্বাবরি অ মিন আযাবিন্না-রি)

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি ওকে মাফ করো, ওর উপর রহম করো, ওকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখো, ওকে ক্ষমা করো, ওর আতিথ্য সম্মানজনক করো এবং প্রবেশস্থল প্রশস্ত করো. ওকে তুমি পানি, বরফ এবং শিলাবৃষ্টি দিয়ে ধৌত করে দাও এবং ওকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দাও যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়. আর ওকে তুমি ওর ঘর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঘর, ওর পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার এবং ওর জুড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জুড়ি দান করো. ওকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং কবর ও জাহান্নামের আযাব থেকে ওকে বাঁচিয়ে নাও. (মুসলিম ২২৩২)

বিতরের নামায থেকে সালাম ফিরার পর পড়বে,

((سُبْحَانَ المَلِكِ القُدُّوْسُ)) رواه النسائي ١٧٣٣

(সুবহা- নাল্লাহিল মালিকিল কুদ্দূস) অর্থঃ আমি পূত-পবিত্র মহান মালিকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি. (নাসায়ী ১৭৩৩) দুআটি তিনবার পড়বে. শেষেরবারে শব্দ একটু উঁচু করবে.

ইস্তিখারা নামাযের দুআ

এর নিয়ম হলো মানুষ দু'রাকআত নামায পড়ে বলবে,

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ (و يُسَمِّي حاجته) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي، وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، فَاقْدُرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي، وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ)) رواه البخاري ١١٦٢

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বি ইলমিকা, অ আস্তাক্বদিরুকা বি ক্বুদরা তিকা, অ আসআলুকা মিন ফাযলিকাল আযীম, ফা ইন্নাকা তাক্বদিরু অলা আক্বদিরু, অ তা'লামু অলা আ'লামু, অ আন্তা আ'ল্লামুল গুয়ূব, আল্লাহুম্মা ইন কুন্তা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা

খায়রুল লী ফী দ্বীনী অ মাআ'শী অ আ'ক্বিবাতি আম্‌রী ফাক্বদুরহু লী অ ইয়াস্‌সিরহু লী সুম্মা বারিকলী ফী-হ, অ ইন কুন্তা তা'লামু আন্না হাযাল আম্‌রা শাররুল লী ফী দ্বীনী অ মাআ'শী অ আক্বিবাতি আম্‌রী ফাসরিফহু আ'ন্নী অসরিফনী আনহু, অক্বদুর লীয়াল খায়রা হায়সু কানা সুম্মা আরযিনী বিহী)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার ইলমের মাধ্যমে তোমার নিকট কল্যাণ কামনা করছি. তোমার কুদরতের মাধ্যমে তোমার নিকট শক্তি কামনা করছি এবং তোমার মহান অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি. তুমি শক্তিধর, আমি শক্তিহীন. তুমি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন এবং তুমি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী. হে আল্লাহ! এই কাজটি (এখানে উদ্দিষ্ট কাজটি উল্লেখ করবে) তোমার জ্ঞান মুতাবিক যদি আমার দ্বীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে কল্যাণকর হয়, তবে তা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও এবং তাকে আমার জন্য সহজলভ্য করে দাও, অতঃপর তাতে আমার জন্য বরকত দাও. আর যদি এই কাজটি তোমার জ্ঞানের আলোকে আমার দ্বীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে অনিষ্টকর হয়, তবে তাকে আমার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দাও এবং আমাকেও তা হতে দূরে সরিয়ে রাখো. তার পর কল্যাণ যেখানেই থাকুক, আমার জন্য সে কল্যাণ নির্ধারিত করে দাও. অতঃপর তাতেই আমাকে পরিতুষ্ট রাখো." (বুখারী ১১৬২)

وصلى الله على نبينا محمد وأله وصحبه أجمعين

সূচীপত্র

৩	ভূমিকা
৪	নামাযের দুআ ও যিকিরসমূহ
৪	আযান শুনার সময় পঠনীয় দুআ
৫	মসজিদে প্রবেশকালে পঠনীয় দুআ
৬	মসজিদের দিকে যাওয়ার সময় পঠনীয় দুআ
৬	নামাযের শুরুতে পঠনীয় দুআ
১১	রুকু'তে পঠনীয় দুআ
১৩	রুকু' হতে উঠে পঠনীয় দুআ
১৬	সাজদায় পঠনীয় দুআ
১৯	উভয় সাজদার মাঝে পঠনীয় দুআ
২০	তাশাহহুদে পঠনীয় দুআ
২৩	সালাম ফিরার পূর্বে বেশী বেশী করে দুআ করা
২৪	সালাম ফিরার পর যিকির
২৬	জানাযার নামাযে মৃত ব্যক্তির জন্য পঠনীয় দুআ
২৮	বিতরের নামায থেকে সালাম ফিরার পর পঠনীয়
২৮	ইস্তিখারার দুআ